بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১০ই জুলাই, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দানশীলতা এবং উদারতার আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, **'তাঁর জীবনে দানশীলতার আরেকটি উজ্জ্বল দিক হলো তাঁর সুপারিশ ও বিশেষ অনুরোধের বৈশিষ্ট্য। কখনও কখনও তাঁর কাছে এমন সাহায্যপ্রার্থী আসত যার চাহিদা পূরণ করার সাধ্য তাঁর থাকত না বরং এটি অন্যদের ওপর নির্ভর করত। এমন পরিস্থিতিতে তিনি এই ব্যবস্থাও করতেন যে, তার উপকারের জন্য এমন লোকদের কাছে সুপারিশ করতেন, যাদেরকে তিনি নিজের কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যও কখনও কিছু বলতেন না। এটি এমন এক দয়ার্দ্র ও নিষ্ঠাপূর্ণ মহিমা যা পৃথিবীতে খুব কমই পাওয়া যায়।'**

এরপর মির্যা ইমাম উদ্দীন সাহেব, যে জামা'তের ঘোরতর শত্রু ছিল এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিবারের সাথেও শত্রুতা পোষণ করত, তার ব্যাপারে উল্লেখ করে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জাগতিক বিষয়াবলীতে তার সেই শত্রুতাকে সর্বদা উপেক্ষা করতেন অর্থাৎ, তাঁর সাথে সদাচরণে তিনি (আ.) কখনো কোনো তারতম্য করেননি। মির্যা ইমাম উদ্দীন প্রায়শই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করত এবং এসব অনুগ্রহ লাভ করা সত্ত্বেও বিরোধিতায় লিপ্ত থাকত। একবার সে একটি ঘোড়া বিক্রি করতে চায় এবং এর জন্য সে মনস্থির করে, এই ঘোড়াটিকে জম্মুতে নিয়ে যাবে এবং হযরত হাকীমুল উম্মত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করবে, যেন এর বিনিময়ে সে একটি উপযুক্ত মুল্য লাভ করে। অতঃপর সে নিজে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে আবেদন করে যেন তিনি (আ.) হযরত হাকীমুল উম্মতের নামে একটি সুপারিশপত্র লিখে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কালক্ষেপণ না করেই তার আবেদন মঞ্জুর করেন এবং হেকীম নূর উদ্দীন সাহেব (রা.)-র নামে একটি সুপারিশপত্র দিয়ে দেন যাতে তিনি জম্মুর কোনো রঈস বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে উপযুক্ত মূল্যে এই ঘোড়াটি বিক্রির ব্যবস্থা করে দেন, আর বাস্তবে তিনি (রা.) তা-ই করেছেন।

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণে মির্যা মুহাম্মদ বেগের পরিবারের সাথেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্পর্ক ভালো ছিল না, তথাপি কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তিনি (আ.) তাদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করতেন। একবার মির্যা মুহাম্মদ বেগ জম্মুতে চাকরি পাবার উদ্দেশ্যে হুযূর (আ.)-এর কাছে আবেদন করে, যেন হযরত হাকীমুল উম্মত (রা.)-এর নামে তিনি (আ.) একটি সুপারিশপত্র লিখে দেওয়া হয়, যাতে তিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন। তিনি (আ.) কোনো দ্বিধা ছাড়াই এটি লিখে সুপারিশ পত্রটি দিয়ে দেন যে, **যদিও তার পিতা আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, কিন্তু এতে কোনো ক্ষতি নেই যে, কঠোরতার বদলে কোমলতা অবলম্বন করে 'ইদফা' বিল্লাতী হিয়া আহসান'** (অর্থাৎ, সর্বোত্তম পন্থায় মন্দের মোকাবিলা করো) **এর আলোকে সওয়াব হাসিল করা হোক। অতএব, তাকে সাহায্য করে পুলিশ বিভাগে চাকরিতে নিযুক্ত করিয়ে দিন।** পত্র পেয়ে তিনি (রা.) তাকে পুলিশ বিভাগে চাকরি লাভে সহায়তা করেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, কাদিয়ানে **নেহাল চাঁদ নামের এক ব্রাহ্মণ ছিল**, যে তার যৌবনকালে এক কুখ্যাত মামলাবাজ ছিল এবং হযরত সাহেব (আ.)-এর পরিবারের সাথে নিয়মিত দুষ্টুমি করত। শেষ বয়সে তার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে

পড়ে, এমনকি অনেক সময় নিজের দৈনন্দিন প্রয়োজনাদি মেটাতেই সে হিমশিম খেতো। সে একবার হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের কাহিনী বর্ণনা করে। তিনি (আ.) তার কথা শুনে তাকে সান্ত্বনা দেন এবং নগদ পঁচিশ রূপি প্রদান করে বলেন, যখনই প্রয়োজন হবে আমাকে জানাবে। এরপর এটি তার রুটিন হয়ে যায়। সে এক-দুই মাস পর পর হুযূর (আ.)-এর সমীপে আসত এবং একটি সম্মানজনক অর্থ নিয়ে ফেরত যেত। একবার সে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছ থেকেও নির্ধারিত সময়ে ফেরত দেওয়ার শর্তে ঋণ নিয়েছিল। যখন তিনি (রা.) তা ফেরত চান, তখন সে বলে, মির্যা জী তো আমাকে সর্বদা টাকা দেন এবং তা দিয়েই আমার সংসার চলে, তিনি তো কখনো টাকা ফেরত চাননি! একথা শুনে, তিনি (রা.)ও তাকে ছাড় দেন এবং সেই টাকা ফেরত নেননি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, **পাদ্রী রেভারেন্ড ওয়াল্টার (এম.এ)**, তাঁর ইংরেজি বই **'দি আহমদীয়া মুভমেন্ট'**-এ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, **'মির্যা সাহেব প্রকৃতিগতভাবে সাদাসিধে এবং উদার মনমানসিকতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর নৈতিক সাহস যা তিনি তাঁর বিরোধীদের পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধিতা ও উৎপীড়নের সময়ও প্রদর্শন করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ...আমি কিছু পুরোনো আহমদীর কাছে তাদের আহমদী হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন অধিকাংশ ব্যক্তিই এর সবচেয়ে বড়ো কারণ হিসেবে মির্যা সাহেবের ব্যক্তিগত প্রভাব এবং তাঁর আকর্ষণশক্তি ও মন কেড়ে নেওয়ার মতো ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।'**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, তিনি (আ.) কাউকে কোনো কিছু প্রদর্শনের জন্য দিতেন না, বরং নিছক আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে দিতেন। এ কারণে সাধারণত তিনি (আ.) অত্যন্ত গোপনে দান করতেন এবং কখনো কখনো অন্যদের ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রকাশ্যেও দিতেন।

মুন্সী মুহাম্মদ নসীব সাহেব (রা.) একজন এতীম হিসেবে কাদিয়ানে এসেছিলেন। হযরত আকদাস (আ.)-এর দয়া ও অনুগ্রহের ছায়ায় তিনি কাদিয়ানে থেকে শিক্ষা লাভ করেন। যখন তিনি বড়ো হন এবং বিয়ে করেন, তখন তিনি লাহোরের একটি পত্রিকা অফিসে লেখক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে কাদিয়ানের বদর অফিসে এসে বারো টাকা মাসিক বেতনে চাকরি শুরু করেন। আল্লাহ্ তা'লা যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে প্রথম পুত্র সন্তান নাসির আহমদকে দান করেন (যিনি পরবর্তীতে ইন্তেকাল করেন), তখন তার জন্য একজন ধাত্রী বা দুধমাতার প্রয়োজন দেখা দেয়। বর্ণনাকারী শেখ নসীব সাহেব (রা.)-কে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি যেন এক্ষেত্রে তার স্ত্রীর সেবা উপস্থাপন করেন। তিনি এই পরামর্শ মোতাবেক তাঁর স্ত্রীকে দুধ পান করানোর কাজে নিয়োজিত করেন। সে সময় হুযূর (আ.) কথাপ্রসঙ্গে জানতে চান, শেখ মুহাম্মদ নসীব সাহেব কত বেতন পান? তিনি (আ.) তার মাসিক বেতন বারো রূপি জানতে পেরে বলেন, হয়তো এতে তার সংসার চলবে না এবং একদিন চুপিসারে ২০/২৫ টাকার একটি পুটলি তার ঘরে দিয়ে আসেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি কোনো সাহায্যপ্রার্থীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করতেন না এবং এটিও তাঁর অভ্যাস ছিল, কোনো কোনো মানুষের প্রয়োজনের কথা অনুভব করে, তাদের কিছু চাওয়ার পূর্বেই তিনি তাদেরকে সাহায্য করতেন। ১৯০৪ সালে একবার একজন নিষ্ঠাবান মুহাজিরকে তিনি (আ.) কিছু টাকা দিয়ে বলেন, এখন শীতকাল; আপনার কাপড়ের প্রয়োজন হবে অথচ তাঁর পক্ষ থেকে কোনো আবেদন ছিল না।

শেখ ফতেহ্ মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দরবারে উপস্থিত হতাম, তখন তিনি সর্বদা আমার যাতায়াত ভাড়া প্রদান করতেন। যদিও আমার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু হযরত সাহেবের দানশীলতার বৈশিষ্ট্য এমন মহান ছিল যে, তিনি জিজ্ঞেস না করেই সর্বদা তা দিয়ে দিতেন আর এটি শুধু আমার সাথেই নয়, বরং অধিকাংশের সাথেই তিনি এমনটি করতেন। **সিরিয়া এবং আরব দেশ থেকে কিছু মানুষ আসত এবং তিনি (আ.) তাদেরও অনেক সময় পাথেয় হিসেবে মোটা অংকের অর্থ দিয়ে দিতেন।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বে তাঁর ভাইয়ের বিয়ের সময় তাঁরা কিছু ছাগল আনিয়েছিলেন যা নাঙ্গল বাঘবানার এক ব্যক্তি চুরি করত। একদিন হুযূর (আ.) ভ্রমণে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে সেই লোকটিকে দেখেন। তার সাথে তার ছেলেও ছিল যে খালি পায়ে হাঁটছিল। হুযূর (আ.) তার দিকে তাকিয়ে বলেন, মিয়াঁ! তুমি খালি পায়ে ঘুরছ কেন, তোমার পায়ে কাঁটা ফুটবে তো? সে বলে, হুযূর! আমার কাছে জুতা নাই। হুযূর (আ.) নিজের জুতা জোড়া খুলে তাকে পরিয়ে দেন। প্রথমে সে নিতে ইতস্তত করে, কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, তুমি এটি পরো এবং ব্যবহার করো। এরপর সে সেটি নেয় আর তিনি (আ.) খালি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল বিশ বা ত্রিশ বছর।

হুযূর (আ.) তাঁর মহিমান্বিত নেতা ও পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুসরণে দানশীলতা ও উদারতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন; তা সত্ত্বেও অনেক সময় আমাদের এটিও পরিলক্ষিত হয় যে, কোনো প্রজ্ঞা ও হিকমতের কারণে তিনি সাহায্যপ্রার্থীকে দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। যেমন, শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৮৮৯ সালে তিনি লুধিয়ানায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর কাছে একজন সাহায্যপ্রার্থী এসে বলে, আমার এক আত্মীয় মারা গেছে, আমার কাছে দাফন-কাফনের কোনো ব্যবস্থা নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাজী খাজা আলী সাহেব (রা.)-কে নির্দেশ প্রদান করেন, তিনি যেন তার সাথে গিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করে দেন। সাধারণত হুযূর (আ.) এমনটি করতেন না, কিন্তু এবার তিনি এরূপ নির্দেশ দিয়ে পাঠান। কাজী সাহেব কিছু সময় পর হাসতে হাসতে ফিরে এসে বলেন, সাহায্যপ্রার্থী কিছুদূর যাওয়ার পর কাকুতি-মিনতি করতে শুরু করে দিয়েছিল যে, আপনি আমার সাথে যাবেন না, যা দেওয়ার এখানেই দিয়ে দিন। আমি বললাম, না! আমাকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। তখন সে বলে, কেউ মারাও যায়নি আর দাফন-কাফনেরও কোনো প্রয়োজন নেই, এটি আমার পেশা। কাজেই, আমার গোপন বিষয় ফাঁস করবেন না -এই বলে সে চলে যায়।

তিনি (আ.) শিশুদের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীও দান করতেন। **কাদিয়ানের হাকীম মুহাম্মদ ওমর সাহেবের স্ত্রী আযিয বেগমের মাতা বিবি রানী বর্ণনা করেন,** আমি ১৯০১ সালে পত্রযোগে বয়আত করেছিলাম। ১৯০২ সালে যখন কাদিয়ানে আসি তখন আমার ছোটো মেয়েটি আমার সাথে ছিল। একবার হযরত সাহেব (আ.) সকালের দিকে বাগানে ভ্রমণে গিয়ে খাবার খাচ্ছিলেন, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত হই আর আমার ছোটো মেয়েটি কাঁদতে শুরু করে। হযরত সাহেব (আ.) জিজ্ঞেস করেন, সে কী চাচ্ছে? আমি বললাম, রুটি খেতে চাচ্ছে। তিনি (আ.) রুটি দেন, তথাপি সে কান্না থামাচ্ছিল না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, এখন কী চাচ্ছে? আমি বললাম, সে ঐ রুটিটি চাচ্ছে যা আপনি খাচ্ছেন। তখন হুযূর (আ.) সেই রুটিটিই তাকে দিয়ে দেন যা তিনি নিজে খাচ্ছিলেন এবং এরপর মেয়েটি শান্ত হয়ে রুটি খেতে থাকে।

এমন আরও বেশকিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করার পর পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, অতএব এগুলো হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দানশীলতা ও উদারতার কয়েকটি ঘটনা, যার মধ্যে তিনি নিজের মনিব ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিপূর্ণ

অনুসরণ করে এমন এক জীবন্ত আদর্শ প্রদর্শন করেছেন যে, আপন-পর নির্বিশেষে— এমনকি তাঁর ঘোরতর শত্রুরাও সর্বদা তাঁর দানে ধন্য ও উপকৃত হয়েছে।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)